ফ্রানজ ফানোঁ, হিজাব ও ঔপনিবেশিকতা

ফাহমিদ-উর-রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

আরজ

খুব তরুণ বয়সে ফ্রানজ ফানোঁ আমাকে আকর্ষণ করে। বলা চলে আমি তার একপ্রকার ভক্ত হয়ে যাই। তার উপনিবেশবাদবিষয়ক পর্যালোচনাগুলো আমাকে যারপরনাই মুগ্ধ করে। তিনি কোনো গতানুগতিক আলোচনা করেননি। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে তিনি উপনিবেশবাদকে মনস্তত্ত্বের আলোকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। ফ্রয়েডের সাইকোঅ্যানালিসিস ব্যবহার করে তিনি তার রোগীদের ওপর উপনিবেশবাদের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনোরোগবিদ্যার ছাত্র হিসেবে তার এ আলোচনার সাথে একধরনের আত্মীয়তা বোধ করি। বিশেষ করে আলজেরিয়ার আজাদি ও ইনকিলাবের প্রেক্ষাপটে ইসলামি সংস্কৃতির খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হিজাবকে তিনি যেভাবে বিপ্লবের সিম্বল হিসেবে হাজির করেছেন, তা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়।

হিজাবকে নিয়ে আজতক কোনো লিবারেল ও কমিউনিস্ট চিন্তক এভাবে আলোচনা করেছেন বলে মনে হয় না। আজাদির লড়াইয়ে লিপ্ত আলজেরিয়ার মুসলিম মানসের চরিত্র বোঝাতে তিনি একজন সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে হিজাবের তাৎপর্যকে এভাবে তুলে এনেছেন। হিজাব যে শুধুমাত্র একটি বস্ত্রখণ্ড নয় এবং এর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য যে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেটা ফানোঁর মতো আর কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ঐতিহ্যকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা সম্ভব, এটা তিনি আমাদের ভালোমতো দেখিয়ে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিজাব পরা মেয়েদের পরীক্ষা দিতে ঝামেলা করার প্রেক্ষিতে আমি ফানোঁর হিজাববিষয়ক আলোচনাকে নতুন করে বোঝার চেষ্টা করি। এই হিজাববিরোধিতার সংস্কৃতি এক দিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে উপনিবেশবাদের দীর্ঘ যন্ত্রণা ও ক্ষতের চিহ্ন রয়ে গেছে। উপনিবেশবাদ আমাদের মনে-মগজে যে আধুনিকতার জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণ করেছে এবং তার বিপরীতে ইসলামকে একটি বর্বর অসভ্য ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে, তার ভেতরে খুঁজতে হবে আজকের হিজাববিরোধিতার সংস্কৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি উপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলিম নেতারা এটাকে যেভাবে চেয়েছিলেন, সেভাবে এটা একটা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে ওঠেনি। এ দেশের ভাবজগতে এটা একটা রিসাইকল ইন্ড্রাস্ট্রি হতে পেরেছে। পেটেন্ট কোম্পানি হতে পারেনি। একটা আজাদ জাতির জন্য যে মৌলিক জ্ঞানের উৎপাদন দরকার, এটা তা কখনো করেনি। মুখ্যত কলকাতার গৌণত পশ্চিমের জ্ঞান পুনরুৎপাদন করাই এটার এখন প্রধান কাজ। এ কারণেই উপনিবেশের প্রতিপক্ষ হিজাবকে মোকাবিলা করা এই তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

এটি লেখার সময় ফানোঁ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফানোঁর চোখ দিয়েই বাংলাদেশে হিজাববিরোধিতার রাজনীতিকে আমি বোঝার চেষ্টা করেছি। আশা করি লেখাটা অনেকেরই কাজে লাগবে; বিশেষ করে যারা আজকের দিনের রাষ্ট্র ও রাজনীতির সম্পর্কগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

সবশেষে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সের সম্পাদক ফয়সাল আহমদকে শুকরিয়া। তার আগ্রাহতিশয্যে এ লেখাটা তাড়াতাড়িই শেষ করেছি।

ফাহমিদ-উর-রহমান

ঢাকা, ২০২৩

এক

তত্ত্বচর্চার সূত্রে আজকাল আমরা বি-উপনিবেশায়ন কথাটার সাথে বেশ পরিচিত। অ্যাকাডেমিয়ার জগতেও এটি বেশ চর্চিত বিষয়। এই বি-উপনিবেশায়ন তত্ত্বের একজন পথিকৃৎ হলেন ফ্রানজ ফানোঁ (১৯২৫-১৯৬১)। ফানোঁর মতো আরেকজন মশহুর বি-উপনিবেশায়ন তাত্ত্বিক হলেন এডওয়ার্ড সাইদ (১৯৩৫-২০০৩)।

ফানোঁ তার মশহুর কিতাব *A Dying Colonialism*-এর 'Algeria Unveiled' শীর্ষক অধ্যায়ে আলজেরীয় নারীর প্রতি ফরাসি উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি দারুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। কীভাবে আলজেরীয় নারী হিজাব/নিকাবের আড়ালে সবকিছু নিজে দেখতে পেয়েও কাউকে কিছু দেখতে দেয় না—এই ভাবনা উপনিবেশবাদীদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

নিকাব পরিহিত আলজেরীয় নারীকে নিয়ে ফানোঁর এই রক্তিম উচ্চারণ আজকের দিনের জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়—যখন আমরা দেখি, এই এক টুকরো মুখ ঢাকার কাপড় নিয়ে পুরো পশ্চিম উদ্‌বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। পশ্চিমের বাটখারায় মাপা নারীমুক্তির ধারণাকে মোকাবিলা করে হিজাব পরিহিতা নারী নিজের আত্মপরিচয় ও আত্মশক্তির শুধু জানান দেয় না, সে তার সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া উপনিবেশবাদীদের দমন ও পীড়নকে মেনে নিতেও অস্বীকার করে। হিজাব তখন শুধু এক টুকরো কাপড় নয়, একটি সংস্কৃতির বিপ্লবী প্রতিবাদের নিশান হয়ে ওঠে। ফানোঁ আলজেরিয়ায় ফরাসি উপনিবেশবাদীদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তাদের কথা হলো :

> If we want to destroy the structure of Algerian society, its capacity for resistance, we must first of all conquer the women; we must go and find them behind the veil where they find themselves and in the houses where the men keep them out of sight.[৯]

আলজেরীয় নারীদের সাথে কী ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটা প্রভাব পড়েছে সেখানকার আজাদি সংগ্রামের গতি-প্রকৃতির ওপর। আলজেরীয় নারীদের ইউরোপীয় জীবনে বশীভূত করা ব্যতীত কোনো উপনিবেশবাদী শক্তির পক্ষেই আলজেরিয়ায় পুরোপুরি দখল কায়েম করা সহজসাধ্য ছিল না—এই সহজ সত্যটি ফরাসি উপনিবেশবাদীরা ঠিকই বুঝেছিল। তার মানে, একটা মুসলমান সমাজকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমে নারীদের টার্গেট করা হয়; কিন্তু কেন?

একটা সমাজকে ধ্বংস করতে হলে দরকার হয় তার আদর্শ যেমন : তার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মোকাবিলা করা। বিশেষ করে সমাজের উৎস মায়ের জাতি হয় প্রতিপক্ষের আক্রমণের শিকার। নারীকে ধ্বংস করা মানে একটি পরিবারের শিকড় উপড়ে ফেলা। পরিবার ধ্বংস হওয়া মানে সমাজ ও সংস্কৃতি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া। মজার বিষয় হলো—যারা ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলে হিজাবের বিরুদ্ধে ওকালতি করেন, তারা জানেন না এই হিজাবই ছিল আলজেরীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় জুলুমের বিরুদ্ধে আজাদির প্রতীক।

যারা হিজাবের বিরুদ্ধে বলে, তাদের যুক্তি হলো—'পিতৃতান্ত্রিক ও সেকেলে ব্যবস্থা' থেকে নারীর মুক্তি। তাদের মত হলো—এই ব্যবস্থা নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের সমাধান হচ্ছে নারীকে জোর করা, যাতে এটা তারা না পরে। তাই হিজাব পরিহিতা নারীকে দেখা হয় 'বিপজ্জনক', 'বিভ্রান্তিকর' হিসেবে। আবার একই সাথে তাদের বিবেচনা করা হয় 'অত্যাচারিত', 'আক্রান্ত'-রূপে। এই আধুনিকতাবাদীদের দাবির প্রধান অসংগতি হলো—হিজাব তাদের কাছে যত বড়ো ইস্যু, তার চেয়ে বড়ো কথা হলো—একটি সুগঠিত মতবাদ বা বিশ্বাসকে মোকাবিলা করা এবং সেটাই ইসলাম।

পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ নারীবাদ কখনো মুসলিম নারীকে ইতিবাচকভাবে দেখতে পারে না। কেননা, তারা পশ্চিমের ভাবমূর্তিতে তৈরি 'মুক্তনারীর' রূপকল্প হতে পারে না। মুসলিম নারীরা যেহেতু একটি জুলুমবাজ সংস্কৃতির ভেতরে বসবাস করে, তাই পশ্চিমা নারীবাদে দীক্ষা গ্রহণেই তাদের মুক্তি—এ কথাটাই বারবার বলা হয়। পশ্চিমা নারীবাদ ত্রাতার ভূমিকায় নেমে হিজাবকে আক্রমণ করে। কারণ, হিজাবের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে সে স্বেচ্ছায় অনবহিত থাকে এবং অশ্বেতাঙ্গ নারীদের প্রতি একধরনের বর্ণবাদ উসকে দেয়। মুখ খোলা রাখা, কাপড় সরিয়ে রাখা ও স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে যে সম্পর্ক, তা পশ্চিমা নারী ও মুসলিম নারীর মধ্যে বড়ো রকমের দূরত্ব তৈরি করে।

পশ্চিমা নারীবাদ এই মিথ তৈরি করেছে—অশ্বেতাঙ্গ নারীদেরকে তাদের সেকেলে চর্চা, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে উদ্ধার করতে হবে। স্মরণ করুন, কীভাবে ইউরোপের ঔপনিবেশিক ইতিহাস এখনও আমাদের একালের জগৎকে তাদের মতো করে নির্মাণ করছে। অ্যাকাডেমিয়ার লোকজনও সেই ঔপনিবেশিক নারীবাদের দিকে ইঙ্গিত দেয়, যার জন্ম ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের অভ্যন্তরে। এটার একটাই অবস্থান—বর্বর, নারীবিদ্বেষী মুসলিম জগৎকে সভ্য, আলোকিত ও উদারনৈতিক পশ্চিমকে দিয়ে মুক্ত করতে হবে ।

আলজেরিয়ার আজাদি আন্দোলন চলাকালে ফরাসি উপনিবেশবাদীরা সে দেশের বিভিন্ন স্থানে একটি পোস্টার সেঁটে দেয়। সেখানে লেখা থাকে : 'Aren't you pretty, remove your veil.' উপনিবেশবাদীরা এ সময় আলজেরিয়াজুড়ে হিজাব মুক্ত করার উৎসব-আয়োজন চালু করে।

ফরাসি সামরিক কর্তাদের স্ত্রীরা কিছু আলজেরীয় নারীর অবগুণ্ঠন মুক্ত করে, যাতে করে দেখানো যায়—তারাও ফরাসিদের পাশে আছে। এই নারীমুক্তির মহড়া চালানো হয় এটা দেখানোর জন্য যে, আলজেরীয় নারীরা কীভাবে ইউরোপীয় মূল্যবোধ আত্মস্থ করে নিচ্ছে এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

আজকের দিনের মুসলমানদের ভেতরকার নারীবাদী আন্দোলনগুলো যখন হিজাবের বিরুদ্ধে বলে, তখন এর শিকড় খুঁজতে হবে ঔপনিবেশিকতার ভেতরে। আলজেরিয়ার উপনিবেশবাদী ফরাসি জেনারেলরা অবগুণ্ঠনমুক্তির অনুষ্ঠান করে মূলত আলজেরিয়াকে ফরাসি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল। একালের হিজাববিরোধীরাও একইভাবে চিন্তাগত দিক দিয়ে পশ্চিমের গোলামি করে এবং পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণাধীন এক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওকালতি করে। উপনিবেশবাদী জেনারেলদের অবগুণ্ঠন মুক্তির অনুষ্ঠানকে ফানোঁ বলেছেন—'...to make [the women] a possible object of possession.'[রর]

ফানোঁ দেখেছেন, উপনিবেশবাদীদের এই উল্লাস আসলে আলজেরীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে তছনছ করে দেওয়ার উল্লাস। একজন আলজেরীয় নারীকে অবগুণ্ঠনমুক্ত করা মানে তাদের জয়ের থলিতে আরও একটি পদক যোগ হওয়া। অন্যদিকে আলজেরীয় নারীর অবগুণ্ঠনমুক্তি ফানোঁর কাছে মনে হয়েছে পুরো আলজেরিয়ার সংস্কৃতিকে তছনছ করে দেওয়া। ওই সংস্কৃতির গৌরবকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করে দেওয়া। তার প্রতিরোধের দুর্গকে মিছমার করে দেওয়া। ফানোঁর ঔজস্বিণি ভাষাই কেবল এই সংস্কৃতির বলাৎকারকে যথার্থভাবে ধরতে পারে :

> Every rejected veil disclosed the eyes of the colonialist horizons until then forbidden, and revealed to them, piece by piece, the flesh of Algeria laid bare...
>
> Every veil that fell, every body that became liberated from the traditional embrace of the *haik*, every face that offered itself to the bold and impatient glance of the occupier, was a negative expression of the fact that Algeria was begining to deny herself and was accepting the rape of the colonizer.[ররর]

ফানোঁর বয়ানে—উপনিবেশবাদীদের মতলব ছিল এটা দেখানো, যাতে আলজেরিয়ার পুরুষরা তাদের পশ্চাৎপদ সমাজের জন্য শরমিন্দা হয়। ফলে উপনিবেশবাদীরা আলজেরীয় সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ পায় এবং তাদের ভাবমূর্তিতে নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। ফানোঁ দেখাচ্ছেন, ১৯৫০-এর আগে আলজেরীয় পুরুষরা হয়তো তাদের 'অনড়' সমাজের সুরক্ষার জন্য দৃঢ়মত ছিল। অথচ আলজেরীয় বিপ্লবের সময় দেখা গেল, তারাই হিজাব নিয়ে ভিন্নভাবে ভাবছে এবং ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে এটার পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

আলজেরিয়ার আজাদি আন্দোলনের সময় আমরা দেখেছি, হিজাব পরিহিতা নারীরা পুরুষের পাশে উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। উপনিবেশবাদীদের ধারণা ছিল—হিজাব পরিহিতা নারীরা নির্ভরশীল, নির্যাতিত এবং বিদ্রোহের অনুপযুক্ত। কিন্তু আলজেরিয়ার এই নারীরা উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ে শরিক হয়ে হিজাবকেই উপনিবেশবাদীদের বানানো অর্থকে উলটে দিতে ব্যবহার করেছে এবং ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ফানোঁ দেখিয়েছেন—উপনিবেশের মানুষ যত বেশি জুলুমের শিকার হয়েছে, আলজেরীয়রা তত বেশি তাদের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরেছে। ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে তারা উপনিবেশ ও তার সংস্কৃতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে।

সেই পরিবেশে আলজেরীয় মেয়েরা হিজাব পরে আলজেরীয় সংস্কৃতি যেমন রক্ষা করেছে, তেমনি আজাদি সংগ্রামেও সহযোগিতা করেছে। ফানোঁ আলজেরীয় নারীর হিজাব পরাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এবং স্বধর্মীয়দের আজাদির লড়াইয়ে সহমর্মিতা হিসেবে পাঠ করেছেন। জাতীয় আজাদি ও মুক্তির পথে ফানোঁর এই বয়ান রীতিমতো বিপ্লবাত্মক।

ফানোঁ দেখিয়েছেন—এতদিন যে পর্দা ছিল ঐতিহ্যের অংশ, সেটি এখন যুদ্ধের কৌশল হিসেবে আবির্ভূত হলো। আলজেরীয় নারী এই হিজাবের তলায় বোমা-গ্রেনেড বহন করত এবং যথাস্থানে পৌঁছে দিত। এই আলজেরীয় নারী শুধু এখন নারী নয়; সে রীতিমতো ফিদাই-গেরিলা বিপ্লবী হয়ে উঠল। এই হিজাব পরিহিতা নারী যে বিপ্লবের গন্ধে জেগে উঠেছে, তার প্রতি ফানোঁ এভাবে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন :

> The body of the young Algerian woman, in traditoinal society is revealed to her by its coming to maturity and by the veil. The veil covers the body and disciplines it, tempers it at the very time when it expeiences its phase of greatest effervescence.[রা]

ফানোঁ আরও বলেছেন—এ নারী শুধু বিপ্লবী নয়, আলজেরীয় বিপ্লবের প্রাণভোমরা :

> It is not a war waged with an active army reserves. Revolutionary war, as the Algerian people is waging it, is a total war in which the woman does not merely knit for or mourn the soldier. The Algerian woman is at the heart of the combat. Arrested, tortured, raped, shot down, she testifies to the violence of the occupier and to his inhumanity.[া]

ফানোঁ সেইকালে যেভাবে হিজাবকে উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের বিপ্লবী প্রতীক হিসেবে হাজির করেছিলেন, তার তাৎপর্য কি আজকের দিনে নিঃশেষ হয়ে গেছে? মোটেই না। উপনিবেশ তার রং পালটেছে। এখন উপনিবেশবাদীরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের নামে পুরো মুসলিম জগতে লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দিয়েছে। এ রকম অবস্থায় হিজাব নতুন বিপ্লবী তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে।

অত্যাচার যখন বাড়ে, তখন মানুষ তার শিকড়ের সন্ধান করে। সে তার আত্মপরিচয়ের জন্য উন্মুখ হয়। কারণ, এই পরিচয় তাকে জালিমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস জোগায়। ফরাসি দেশের ইতিহাসের কথা আমরা জানি। ফরাসি বিপ্লবের বাণী একসময় অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু এই বাণী মোটেই সর্বজনীন ছিল না। এই বিপ্লবের বাণী সীমাবদ্ধ ছিল ফরাসি বা পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গদের জন্য; আলজেরীয়দের জন্য নয়। আলজেরিয়ায় ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস রক্ত দিয়ে রাঙানো। আলজেরিয়ায় ফরাসিরা যা করেছিল, আজ খোদ ফ্রান্সেই সে দেশের সরকার তার মুসলিম নাগরিকদের সাথে একই আচরণ করছে। এই শত্রুতামূলক আচরণের কেন্দ্রে এসে পুনরায় দাঁড়িয়েছে হিজাব, যে হিজাবকে তারা মনে করে বিদেশি সংস্কৃতির প্রতীক। শেষ পর্যন্ত হিজাব নিছক হিজাব থাকছে না। এটি একটি সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে উঠছে। আর সেখানকার মুসলিম নারীরাও তাদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে।

এটা শুধু ফ্রান্সের চেহারা নয়, পুরো পশ্চিমা জগৎজুড়ে একই চেহারা। নাইন ইলেভেনের পর সেখানে ইসলামের ওপর নানা ধরনের হামলা, অবমাননা ও বৈষম্য নেমে এসেছে। বাক্‌স্বাধীনতার নামে ইসলাম, তার নবি ও কুরআন শরিফকে নিয়ে কটূক্তি অহরহই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘটছে। এই চাপের মুখে পশ্চিমের বিপন্ন মুসলমানদের ইসলামই পরিচয় জোগাচ্ছে। পশ্চিমের মতো উদারনৈতিক খোলামেলা সমাজে খুবই আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম নারীরা আজকাল হিজাব পরে ঘোরাফেরা করে, কর্মস্থলে যায়। অনেকে বলতে পারেন—চাপ না থাকলে কি এগুলো হতো না? আমি সেটা বলছি না। তবে প্রতিকূলতার মুখে মানুষ নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির শরণ নেয়, এটাই স্বাভাবিক।

হিজাবের নবতর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আমরা দেখেছি ভারতে। সেখানকার কলেজছাত্রী মুসকান হিজাব পরে যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিজেপি দলের ছাত্র-কর্মীদের সামনে নারায়ে তাকবির বলে আওয়াজ করেছে, সেটা হিজাব রক্ষার সংগ্রাম নয়। এটা ব্রাহ্মণ্যবাদের হাতে নিপীড়িত মজলুম মুসলমানদের বুকজোড়া কান্নার বিস্ফোরণ।

এবার বাংলাদেশের দিকে আসি। অনেককেই বলতে শুনেছি—'ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে প্রগতিশীলতার চর্চা হয়েছে, এখন তা নিভুনিভু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোরকা-হিজাবে ভরে গেছে।' একটি মুসলিমপ্রধান সমাজের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের অধিকারিকদের আচরণ যদি ইসলামোফোব হয়ে ওঠে, তাহলে সেখানে প্রতিরোধের ভাষাটা কী? বাংলাদেশ তো পৃথিবীর ডায়নামিকসের বাইরে নয়। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব ও সেকুলারিজম মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।